দৈনন্দিন

দু‘আর সমাহার

মাওলানা মোহাম্মাদ আব্দুল মজিদ

দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত মোফাচ্ছিরে কোরআন

দৈনন্দিন দু‘আর সমাহার
মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল মজিদ

প্রকাশনায়
তালবিয়া প্রকাশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৭৮৪৯২৫১৯ ০১৯১১০১১১৭০

talbiaprokashon@gmail.com
fb/talbiaprokashon

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩
স্বত্ব : প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশনা ক্রম : দুই

মূল্য : ৭০ টাকা মাত্র

DHOINANDIN DUAR SHAMAHAR
by Mulana Muhammad Abdul Majid
Published by Talbia Prokashon
ISBN: 978-984-96869-1-0

লেখকের কথা

দু‘আ অর্থ চাওয়া। সেই চায় যে অভাবী। তার কাছে চায় যে অভাবমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা অভাবমুক্ত আর আমরা তার বান্দা হলাম অভাবী। তাই বান্দা আল্লাহর কাছে (اَللّٰهُ الصَّمَدُ) চায়। আল্লাহ বলেন أُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (সূরা মুমিন ৬০)। রব্বুল আলামীনকে ডাকার উত্তম মাধ্যম হলো দু‘আ। সয়ং আল্লাহ পবিত্র আল কোরআন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে অসংখ্য দু‘আ ও আমল শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে আমরা নিবেদিত চিত্তে রবকে ডাকতে পারি।

কোরআন ও হাদীসে আসংখ্য দু‘আ রয়েছে। তবে সকল দু‘আ সাধারণের স্মরণ রাখা কষ্টকর। সে দিকটি বিবেচনা করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ন দু‘আ ও আমলগুলোর সমন্বয়ে এই পুস্তিকাটি প্রণয়ণের চেষ্টা করেছি। যেখানে রাত দিন সকাল সন্ধ্যা অথ্যাৎ সারাদিনের মাছনুন দু‘আ ও আমল উল্লেখ করা হয়েছে। আশাকরি পাঠক মহল পুস্তিকাটি থেকে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট মুনাজাত তিনি যেন আমার এই চেষ্টাকে মকবুল করেন। আমাদের সবাইকে দু‘আগুলো আমলের তাওফকীক দান করেন এবং এর ওসিলায় সকলের নেক মাকসাদ কবুল করেন।

মাওলানা আব্দুল মজিদ
অক্টোবর ২০২২

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর। সূরা বাকারা : ২৮৬

সূচীপত্র

১. ঘুমানোর সময় এই দু'আ পড়তে হয়........১১
২. ঘুম থেকে জেগে এই দু'আ পড়তে হয়........১১
৩. পায়খানা ও পেশাবখানায় প্রবেশের দু'আ........১২
৪. পায়খানা থেকে বেরিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়........১২
৫. অজুর পানির পাত্রে হাত দিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়........১৩
৬. অজুর পূর্বে এই দু'আ পড়তে হয়........১৩
৭. আজানের পরে এই দু'আ পড়তে হয়........১৪
৮. আজান ও ইকামাতের মাঝে এই দু'আ পড়তে হয়........১৫
৯. মসজিদে প্রবেশ করতে এই দু'আ পড়তে হয়........১৫
১০. মসজিদ হতে বের হওয়ার এই দু'আ পড়তে হয়........১৬
১১. নামাজের শুরুতে এই দু'আ পড়তে হয়........১৬
১২. রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়........১৭
১৩. দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তে হয়........১৭
১৪. শয়তান থেকে বাঁচতে এই দু'আ পড়তে হয়........১৭
১৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে এই দু'আ পড়তে হয়........১৮
১৬. ফজর নামাজের পর ১০০ বার এই দু'আ পড়তে হয়........১৯
১৭. যোহর নামাজের পর এই দু'আ ১০০ বার পড়তে হয়........১৯
১৮. আসর নামাজের পর এই দু'আ ১০০ বার পড়তে হয়........১৯
১৯. মাগরিব নামাজের পর এই দু'আ পড়তে হয় ১০০ বার........১৯
২০. এশার নামাজের পর ১০০ বার এই দু'আ পড়তে হয়........২০
২১. এশরাকের নামাজ– ২০
২২. চাশতের নামাজ– ২০
২৩. আউয়াবিনের নামাজ– ২০

২৪. তাহাজ্জুদের নামাজ– ২১
২৫. তাহাজ্জুদের পর এই দু'আ পড়লে ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়........২১
২৬. ইফতারের সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২২
২৭. জ্বিন শয়াতেনর হাত থেকে বাঁচতে আমল ২২
২৮. খাবার শুরুতে এই দু'আ পড়তে হয়........২৪
২৯. খাবার শেষে এই দু'আ পড়তে হয়........২৪
৩০. আর দুধ পান করার সময় পড়তে হয়........২৫
৩১. দাওয়াত খাওয়ার পর এই দু'আ পড়তে হয়........২৫
৩২. বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৬
৩৩. বাড়িতে ফেরার পর এই দু'আ পড়তে হয়........২৬
৩৪. নৌযান ছাড়ার সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৭
৩৫. যানবাহনে উঠার সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৭
৩৬. যানবাহন থেকে নামার সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৮
৩৭. আনন্দ ও আশ্চর্যের সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৮
৩৮. ক্ষমা প্রার্থনার সময় এই দু'আ পড়তে হয়........২৮
৩৯. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার দু'আ........২৯
৪০. তাওবার জন্য এই দু'আ পড়তে হয়........২৯
৪১. হেদায়াতের উপর টিকে থাকার দু'আ........৩০
৪২. আহাল পরিবারের জন্য এই দু'আ পড়তে হয়........৩০
৪৩. পিতা-মাতার জন্য এই দু'আ পড়তে হয়........৩১
৪৪. নেক সন্তান চেয়ে এই দু'আ পড়তে হয়........৩১
৪৫. শয়তানকে তাড়াতে এই দু'আ পড়তে হয়........৩১
৪৬. শয়তানের ধোঁকা বাঁচার জন্য এই দু'আ পড়তে হয়........৩২
৪৭. জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এই দু'আ পড়তে হয়........৩২
৪৮. জহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়ার দু'আ........৩৩
৪৯. সকল অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য সকাল-সন্ধ্যা পড়তে হয়........৩৩

৫০. আনন্দ লাভের সময় এই দু'আ পড়তে হয় ৩৪
৫১. মৃত ব্যক্তিদের জন্য সকাল সন্ধ্যার দু'আসমূহ ৩৪
৫২. অলসতা থেকে বাঁচার দু'আ ৩৫
৫৩. পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার দু'আ ৩৫
৫৪. মেঘের গর্জনের সময় পঠিত দু'আ ৩৫
৫৫. জীব জন্তুর অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ ৩৬
৫৬. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এই দু'আ পড়তে হয় ৩৬
৫৭. কুকুরের ডাক শুনলে পড়তে হয় ৩৬
৫৮. হিংস্র প্রাণির আক্রমণ থেকে বাঁচার দু'আ ৩৭
৫৯. মোরগের ডাক শুনলে পড়তে হয় ৩৭
৬০. দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এই দু'আ ৭ বার পড়তে হয় ৩৭
৬১. আগুন লাগলে এই দু'আ পড়তে হয় ৩৮
৬২. জালিম থেকে আশ্রয় ও ধৈর্য্য ধারণের দু'আ ৩৮
৬৩. রোগমুক্তির দু'আ ৩৯
৬৪. বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ ৩৯
৬৫. কবর জিয়ারতের দু'আ ৩৯
৬৬. হালাল উপার্জনের দু'আ ৪০
৬৭. সহবাসের দু'আ ৪০
৬৮. সহবাসের পরের দু'আ ৪১
৬৯. বার্ধক্য জনিত কষ্টের মৃত্যু থেকে বাঁচার দু'আ ৪১
৭০. মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচার দু'আ ৪১
৭১. ক্ষতি হতে রক্ষার দু'আ ৪২
৭২. দুনিয়ার ফেতনা থেকে বাঁচার দু'আ ৪২
৭৩. মৃত্যু ও বিপদের কথা শুনলে পড়ার দু'আ ৪২
৭৪. চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধির দু'আ ৪৩
৭৫. মাথা ব্যথার দু'আ ৪৩

৭৬. কানের রোগ থেকে বাঁচার দু'আ ৪৩
৭৭. বাচ্চাদের ক্ষতি থেকে রক্ষার দু'আ ৪৪
৭৮. দুঃখ কষ্টের দু'আ ৪৪
৭৯. বদনজর থেকে বাঁচার দু'আ ৪৫
৮০. নামাজ অন্তে আয়াতুল কুরসি পড়া ৪৫
৮১. আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ ৪৬
৮২. কথার জড়তা দূর করার জন্য এই দু'আ পড়তে হয়– ৪৬
৮৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ৪৭
৮৪. কাপড় খোলার দু'আ ৪৮
৮৫. শত্রু বেষ্টিত হলে এই দু'আ পড়তে হয় ৪৮
৮৬. আয়নায় মুখ দেখার দু'আ ৪৮
৮৭. হাঁচির দু'আ ৪৯
৮৮. নামাজের শুরুতে সানা পড়া হয় ৪৯
৮৯. দুরুদে ইব্রাহীম ৫০
৯০. সালাতুত তাসবীহ ৫১
৯১. দু'আ মাছুরা ৫১
৯২. দু'আ কুনুত ৫২
৯৩. চোখের অপকারিতা থেকে বাঁচার দু'আ ৫৩
৯৪. জিহ্বার অপকারিতা থেকে বাঁচার দু'আ ৫৪
৯৫. অন্তরের অপবিত্রতা থেকে বাঁচার দু'আ ৫৪
৯৬. খারাপ চরিত্র থেকে বাঁচার দু'আ ৫৪
৯৭. দরিদ্রতা থেকে বাঁচার দু'আ ৫৫
৯৮. জুলুম থেকে বাঁচার দু'আ ৫৫
৯৯. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ৫৫
১০০. ঝড় তুফানের সময় এই দু'আ পড়তে হয় ৫৬
১০১. এলেম ও আমল বৃদ্ধির জন্য আমল ৫৬

১ ঘুমানোর সময় এই দু'আ পড়তে হয়

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا-

উচ্চারণ : *বিইসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং তোমার জন্য জাগ্রত হই।[১]

২ ঘুম হতে জেগে এই দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণ : *আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।*

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংস আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে মৃত্যু দেযার পর জীবন দান করলেন। অবশেষে তার সামনেই আমাদেরকে হাজির হতে হবে।[২]

৩ পায়খানা ও পেশাবখানায় প্রবেশের দু'আ

১. সহীহ বুখারী - ৬৩২৪
২. বুখারি ৬৩২৪

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবা-ইছ।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি নারী ও পুরুষ শয়তান হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।[৩]

৪ পায়খানা ও পেশাব শেষে এই দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى وَعَفَانِيْ

উচ্চারণ : *আলহামদু লিল্লাহি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানি।*

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়াক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।[৪]

*** পায়খানা থেকে বেরিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়**

غُفْرَانَكَ - গুফরানাকা

অর্থ ঃ আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।[৫]

৫ অজুর পানির পাত্রে হাত দিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়

৩. সহীহ বুখারী-১৪২
৪. সুনানে ইবনে মাজাহ-৩০১
৫. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী

اَتَوَضَّا بِسْمِ اللهِ ـ

উচ্চারণ : *আতাওয়াযযা বিসমিল্লাহ।*

অর্থ : আল্লাহর নামে অযু শুরু করছি।[৬]

৬ অজুর পূর্বে এই দু'আ পড়তে হয়

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ : *আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহ্।*

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৭ আজানের পরে এই দু'আ পড়তে হয়

৬. নাসাঈ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ ا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الَّذِى وَعَدْتَهٗ [اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ] ـ

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত তাম্মাহ। ওয়াছ ছলাতিল ক-ঈমাহ্, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা, ওয়াব আছহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া আদতাহ। [ইন্নাকা লা- তুখলিফুল মী'আদ])*

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাজের রব। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ওসীলা ও ফজিলত দান করো এবং তাকে তোমার প্রতিশ্রুত মাকামে মাহমুদে সমাসীন করো।[৭]

৮ আজান ও ইকামাতের মাঝে এই দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ـ

৭. সহীহ বোখারী– ৬১৪

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাহ্।*

অর্থ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।

৯ মসজিদে প্রবেশ করতে এই দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রহমাতিক।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।[৮]

১০ মসজিদ হতে বের হওয়ার এই দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস'আলুকা মিন ফাদলিকা ।*

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার মেহেরবানি প্রার্থনা করছি।[৯]

---

৮. সহীহ ইবনে মাজাহ, ১/১২৮-১২৯, হা: ৭৭১; মুসনাদে আহমদ, হা: ২৬৪১৬, ২৬১৭; আর শায়েক আলবানী অন্যান্য শাহেদ বা সম অর্থের বর্ণনার কারণে একে সহীহ বলেছেন।

১১ নামাজের শুরুতে এই দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ--

উচ্চারণ : *সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা,* ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, প্রশংসা তোমার জন্য, বরকত ও কল্যাণময় তোমার নাম। সর্বোচ্চ তোমার সম্মান ও মর্যাদা। কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।[১০]

১২ রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে এই দু'আ পড়তে হয়

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফিহ।*

অর্থ : হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমারই, অনেক প্রশংসা যাতে পবিত্রতা ও বরকত রয়েছে।[১১]

---

৯. মুসলিম–৭১৩
১০. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ
১১. বুখারী - ৭৯

১৩ দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ غْفِرْلِىْ -

উচ্চারণ : *রাব্বিগ ফিরলি, রাব্বিগফিরলি।*

অর্থ : হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

১৪ শয়তান থেকে বাঁচতে এই দু'আ পড়তে হয়

প্রতিদিন ১০০ বার দু'আটি পড়তে হয়।

لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ : *লা ইলহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।*

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া না ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, শাসন ও সার্বভৌমত্ত তার জন্য নির্দিষ্ট। সমস্ত প্রশংসা তারই প্রাপ্য, তিনি সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ *

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রজিম

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি

পড়লেও শয়াতেন হাত থেকে বাঁচা যায়–

১৫ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে এই দু'আ পড়তে হয়

* سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানআল্লাহ্) ৩৩ বার
* اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ্) ৩৩ বার
* اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) ৩৪ বার

১৬ ফজর নামাজের পর ১০০ বার এই দু'আ পড়তে হয়

هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (হুঅল হাইয়্যুল কাইয়্যুম)

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

১৭ যোহর নামাজের পর এই দু'আ ১০০ বার পড়তে হয়

هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ : *হুয়াল আ'লিয়্যুল আ'যীম।*

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) বিরাট ও মাহান।